বিসিক বার্তা

বর্ষ ২৬ ▪ সংখ্যা ৩ ▪ পৌষ ১৪২৭ ▪ ডিসেম্বর ২০২০

বিসিক কর্তৃক আয়োজিত 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' কর্মশালার উদ্বোধন : শুধু কাগজে কলমে নয়, বাস্তবেই ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালুর নির্দেশ দেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী

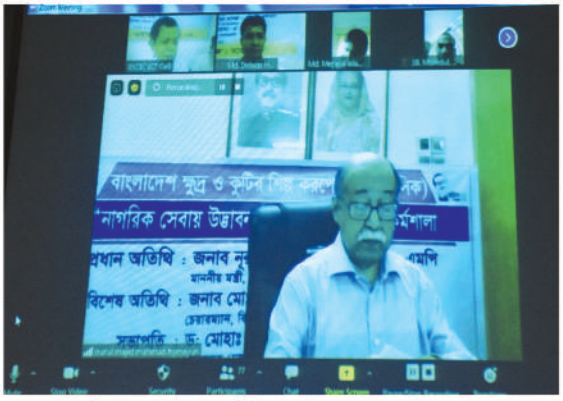

'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' শীর্ষক ভার্চুয়াল কর্মশালার উদ্বোধন করেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি

১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বিসিকের ৭৯টি শিল্পনগরীতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালুর লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নধর্মী ২ দিন ব্যাপী 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' শীর্ষক ভার্চুয়াল কর্মশালার উদ্বোধন করেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি শুধু মুখে মুখে বা কাগজে কলমে নয়; বাস্তবেই বিসিক শিল্পনগরীগুলোতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালুর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, দেশের ৭৯টি বিসিক শিল্পনগরীতে উদ্যোক্তারা যাতে সহজে ও অল্প খরচে দ্রুত শিল্প সংশ্লিষ্ট কার্যকর সেবা পান, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। শিল্পখাতে স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে এক ছাদের নিচে শিল্প স্থাপনের সব ধরণের সেবা দিতে হবে। গ্রাহক পর্যায়ে প্রত্যাশিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে ওয়ানস্টপ সার্ভিস আইন ২০১৮ এর 'ক' তফসিলে বিসিককে অন্তর্ভুক্ত করেছে বলে তিনি জানান।

বিসিক পরিচালক (দক্ষতা ও প্রযুক্তি) ড. মোহা: আব্দুস ছালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান,এনডিসি। এতে দেশের সকল শিল্পনগরী কর্মকর্তা, জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং বিসিক পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বিসিকের ইতিহাস জড়িত। বঙ্গবন্ধু ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (ইপসিক) প্রতিষ্ঠা করেন যা স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) নামে তৃণমূল পর্যায়ে শিল্পায়ন কার্যক্রম জোরদারে অবদান রাখছে।

বিসিকের মাধ্যমে ইতোমধ্যে গ্রাম-গঞ্জে হাজার হাজার শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এ জন্যই দেশের শিল্পখাত জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

করোনা মহামারিকালীন বিসিকের কার্যক্রমের প্রশংসা করে শিল্পমন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ৩১ দফা নির্দেশনার আলোকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে বিসিক শিল্পনগরীর কারখানাগুলো চালু রাখা হয়েছে। এসব শিল্প ইউনিটে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন, মাঠে লবণ চাষ, লবণ মিলগুলোতে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন এবং সাভার চামড়া শিল্পনগরীতে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ অব্যাহত রয়েছে। করোনা প্রতিরোধকমূলক পণ্য যেমন : পিপিই, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, মেডিক্যাল অক্সিজেন, সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার, জীবাণুনাশক ফ্লোর ক্লিনারসহ নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন সাপ্লাই চেইন অব্যাহত রাখতে বিসিক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিল্পমালিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি বিসিক শিল্পনগরীগুলোতে উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখতে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দেন।

'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' শীর্ষক অনলাইন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

শিল্পমন্ত্রী বলেন, করোনার ফলে বাংলাদেশে শ্রমঘন শিল্প স্থানান্তরের সুযোগ তৈরি হয়েছে। অনেক বিদেশি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান এদেশে বিনিয়োগের আগ্রহ দেখাচ্ছে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে দেশেই বিশ্বমানের বিনিয়োগ সেবা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে কার্যকর ওয়ান স্টপ সেবা প্রদানের উপযোগী উদ্ভাবনী কৌশল খুঁজে বের করার তাগিদ দেন। তিনি বিসিক কর্তৃক গৃহীত মাস্টারপ্লানের আওতায় ২০৩০ সাল নাগাদ ২০ হাজার একর জমিতে ৫০টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপন, ৫০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান সৃজন, উদ্যোক্তাদের পণ্য বিপণনে সহায়তা দিতে অনলাইন মার্কেটিং প্লাটফর্ম তৈরি এবং করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরির শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের জন্যমাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ৭২ হাজার ৫০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে বিসিকের ভূমিকা জোরদারের আহবান জানান।

উল্লেখ্য, বর্তমানে বিসিক প্রধান কার্যালয়, ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়, ৭৯টি শিল্পনগরী, ৬৪টি শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, ১টি লবণ কেন্দ্র, ৬টি মৌচাষ কেন্দ্র, ১টি চামড়া শিল্পনগরী ও ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের প্রায় ৬০০০ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। নতুন উদ্যোক্তা তৈরি এবং দেশের লাখ লাখ বেকার যুবকের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে বিসিক কাজ করছে। 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের জন্য বিসিকের সেবা সহজলভ্য হবে বলে বিসিক কর্তৃপক্ষ আশা করছে।

সম্পাদকীয়

ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুখ্য প্রতিষ্ঠান। করোনার বৈশ্বিক মহামারিকালে উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে বিসিকের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। করোনাকালীন দেশব্যাপী শিল্পের যে বিপর্যয় ঘটেছে তা মোকাবেলা করতে সরকার ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। শিল্প উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ও আর্থসামাজিক গতিশীলতা অব্যাহত রাখার নিমিত্ত সরকার ঘোষিত এই ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণ হচ্ছে। ঋণ বিতরণ কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে বিসিক প্রতিনিধিত্ব করছে। জেলা পর্যায়ে ঋণ বিতরণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছে বিসিকের পরিচালনা পর্ষদ। শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিসিকের প্রশিক্ষণ শাখা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে চলেছে। দেশব্যাপী বিসিকের শিল্প সহায়ক কেন্দ্রসমূহে পরিচালিত হচ্ছে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ। এছাড়া ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি) এ ধরণের প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। নৈপুন্য বিকাশ কেন্দ্রসমূহ ও নকশা কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ। নকশা কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত মেলার মাধ্যমে পরিচিতি পাচ্ছে নতুন উদ্যোক্তাগণ ও তাদের উৎপাদিত পণ্য। বিসিক শিল্পোদ্যোক্তাদের পণ্যের বিক্রয় প্রচারণাকে উৎসাহিত করার নিমিত্ত দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বৈদেশিক মেলায় তাদের অংশগ্রহণেরও ব্যবস্থা করে থাকে।

'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' শীর্ষক অনলাইন কর্মশালার উদ্বোধন: শিল্পনগরীসমূহে শিল্পকারখানা ব্যতীত অন্য কোন স্থাপনা না রাখার বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রীর

'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' শীর্ষক অনলাইন কর্মশালায় দিক্‌নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি

গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বিসিকের উদ্যোগে আয়োজিত 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' শীর্ষক অনলাইন (ভার্চুয়াল) কর্মশালার উদ্বোধন করেন মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি। বিসিক শিল্পনগরীসমূহে শিল্প-কারখানা ব্যতীত অন্য কোন ধরণের স্থাপনা না রাখার বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, শিল্পনগরীতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উদ্যোক্তারা কারখানা স্থাপন করতে ব্যর্থ হলে প্লট বরাদ্দ বাতিল করে সেটি অবশ্যই অন্য উদ্যোক্তাকে প্রদান করতে হবে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'রূপকল্প ২০৪১' এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে পরিবেশবান্ধব শিল্প খাতের বিকাশে বিসিককে আরও শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি শিল্পনগরীগুলোর খালি প্লটে নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে জেলা পর্যায়ে মোটিভেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বলেন। প্রতিমন্ত্রী এসময় স্থানীয় কাঁচামালভিত্তিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়ে বিসিককে আরও মনোযোগী হবার পরামর্শ দেন এবং নারী ও তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য শিল্পনগরীসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্লট বরাদ্দ ও প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিল্পনগরীতে স্থাপিত কারখানাসমূহের উদ্যোক্তাসহ নতুন উদ্যোক্তারা যাতে কোনোভাবে অযথা হয়রানির শিকার না হন, সে বিষয়ে বিসিকের শিল্পনগরী কর্মকর্তাদের সচেতন থাকতে হবে। তিনি বলেন, উদ্যোক্তাদের সমস্যা দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমাধান করতে হবে। প্রতিটি শিল্পনগরী যাতে পরিবেশবান্ধব হয় সে বিষয়ে বিসিকের তদারকি আরও জোরদার করা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিসিকের পরিচালক (দক্ষতা ও প্রযুক্তি) ড. মোহা. আব্দুস ছালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি বলেন, সময়, খরচ ও পরিদর্শন কমিয়ে সহজেই উদ্যোক্তাদের কিভাবে সেবা পৌঁছে দেয়া যায় সেই লক্ষ্যেই এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

বিসিক জেলা, আঞ্চলিক ও প্রধান কার্যালয়ের ৮৪ জন কর্মকর্তা উল্লিখিত অনলাইন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বিসিকের পরিচালক (শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ) জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, পরিচালক (অর্থ) জনাব স্বপন কুমার ঘোষ ও উপমহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেন এসময় উপস্থিত ছিলেন।

পরিবেশ বান্ধব শিল্প সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিসিক কর্মকর্তাগণকে নীতি নৈতিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে : শিল্পসচিব

নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন শিল্পসচিব জনাব কে এম আলী আজম

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বিসিক সদর দপ্তরের আইসিটি ল্যাবে ১৬ জন উপব্যবস্থাপক (৬ষ্ঠ গ্রেড) ও সমমানের পদে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ২ দিন ব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প সচিব জনাব কে এম আলী আজম। উপব্যবস্থাপক ও সমমানের পদে নতুন যোগদানকৃত কর্মকর্তাগণকে নীতি নৈতিকতার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন শিল্প সচিব মহোদয়। যারা বিসিকের উপব্যবস্থাপক ও সমমানের পদে যোগদান করেছেন তারা কর্মক্ষেত্রে নিজ নিজ যোগ্যতা, মেধা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখবেন এবং নীতি নৈতিকতার সাথে দায়িত্বপালন করবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে পরিবেশবান্ধব শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিসিক কর্মকর্তাদেরকে

....(পৃষ্ঠা ৪ এর কলাম ১)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে
গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের খণ্ডচিত্র

পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৫৬)

ঢাকায় চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সংবর্ধনা সভায় স্বাগত বক্তব্য পাঠ করছেন
আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের
অভ্যন্তরে স্থাপিত স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে নেয়ার পথে
শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৬৯)

সত্তরের নির্বাচনের ফলাফল শুনছেন শেখ মুজিবুর রহমান
পাশে তাজউদ্দিন আহমেদ ও আওয়ামী লীগের সাত নারী নেত্রী (১৯৭০)

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"
রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিকামী লাখো মানুষের মহাসমুদ্রে এক ঐতিহাসিক
ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিলেন স্বাধীনতার ডাক (৭ মার্চ ১৯৭১)।

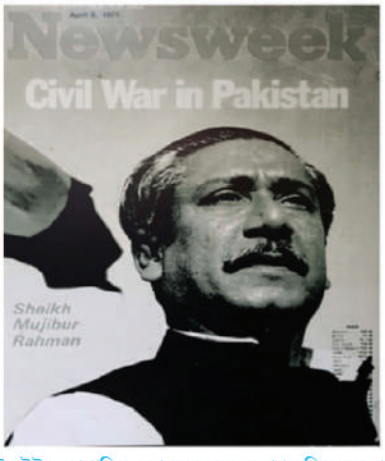

নিউজউইক ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
নিউজউইকের এই সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুকে 'পোয়েট অব পলিটিক্স
উপাধিতে ভূষিত করা হয় (৫ এপ্রিল ১৯৭১)

(২ নং পৃষ্ঠার পর)

অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। উল্লিখিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিসিক ইতোমধ্যে মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ হাজার একর জমিতে ৫০টি শিল্পপার্ক গড়ে তুলবে বিসিক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (দক্ষতা ও প্রযুক্তি) ড. মোহা. আব্দুস ছালাম। আরো উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (অর্থ) জনাব স্বপন কুমার ঘোষ, পরিচালক (শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ) জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, পরিচালক (বিপণন, নকশা ও কারুশিল্প) জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন, পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা) ড. গোলাম মোঃ ফারুক এবং বিসিক সচিব জনাব মোঃ মফিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিসিকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

ভারি শিল্পের বিকাশ ও অসংখ্য বেকারদের কর্মের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বিনিয়োগ উপযোগী উত্তরবঙ্গের অন্যতম শিল্প জোন হবে সিরাজগঞ্জ : বিসিক চেয়ারম্যান

বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে সিরাজগঞ্জ সফর করেন। এসময় তিনি বিসিক শিল্প সহায়ক কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং শিল্পনগরীতে সফলতম উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মতিন স্পিনিং মিল পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে তিনি ৪০০ একর জায়গা নিয়ে নির্মাণাধীন বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ প্রকল্পের চলমান কর্মকাণ্ড পরিদর্শনকালে প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পাদনের জন্য দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করেন। এসময় তিনি বলেন, ভারি শিল্পের বিকাশ ও অসংখ্য বেকারের কর্মের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বিনিয়োগ উপযোগী উত্তরবঙ্গের অন্যতম শিল্প জোন হবে সিরাজগঞ্জ। দেশের অন্যান্য স্থানের চেয়ে এই এলাকা শিল্প স্থাপনের জন্য খুবই উপযোগী। পাশাপাশি এখানে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী পরিবহনে সড়ক, রেল ও নৌপথে যথাযথ যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। এ সময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন বিসিকের উপমহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা) ও উপপ্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ রাশেদুর রহমান।

বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ প্রকল্পের চলমান কর্মকাণ্ড পরিদর্শনকালে চেয়ারম্যান, বিসিক জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

বিসিকের উন্নয়নমূলক ও নিয়মিত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং কর্মপন্থা নির্ধারণের নিমিত্ত প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো মাসিক সমন্বয় সভা

বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি এর সভাপতিত্বে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ সকাল ১০ ঘটিকায় আইসিটি সেলে ১৬০তম মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিসিক পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও শাখা প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া আঞ্চলিক পরিচালকগণ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভায় যুক্ত ছিলেন। উপমহাব্যবস্থাপক, এমআইএস এর উপস্থাপনায় ১৫৯ তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।

বিসিকের ১৬০তম মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থিত চেয়ারম্যান মহোদয় ও পরিচালক পর্ষদের সদস্যগণ

১৬০ তম মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যবিষয় ও সিদ্ধান্তসমূহ :

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতি মাসের ১ তারিখের মধ্যে এমআইএস বিভাগে প্রেরণ করতে বলা হয়। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০,০০০ কোটি টাকার ঋণ প্রণোদনা বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিসিকের আঞ্চলিক পরিচালক থেকে সংগ্রহ করে মাসিক সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত এমআইএস বিভাগে প্রেরণের জন্য মহাব্যবস্থাপক (বিপণন) ও ঋণ প্রশাসনকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। শিল্প ঋণ ও মনিটরিং কমিটির কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকৃত শিল্প উদ্যোক্তাদের ডাটাবেজ তৈরি করে বাংলাদেশ ব্যাংক, চেম্বার, নাসিব ও জেলা প্রশাসকের সাথে সমন্বয় করার জন্য জেলা শিল্প সহায়ক কেন্দ্র প্রধানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রত্যেক জেলায় কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের নিবন্ধনের জন্য ক্রাশ প্রোগ্রাম চালু কার্যক্রম গ্রহণকরত একটি ম্যানুয়াল তৈরি করার জন্য শিল্প সহায়ক কেন্দ্র প্রধানদের বলা হয়।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বছরব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে 'বিসিক শিল্প মেলা' আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিসিকের পেনশন প্রথা চালুকরণের বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অর্থ বিভাগ ও বাজেট শাখাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১৬০তম মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের একাংশ

সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ে পুরোপুরি ই-ফাইলিং চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে ইমিউনিটি বৃদ্ধি ও সুষম খাবার প্রাপ্তির বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি

লিফলেট রয়েছে বলে পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা) ড. গোলাম মোঃ ফারুক জানান। তিনি উক্ত লিফলেটটি বিসিকের মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয় থেকে প্রচারসহ বিসিকের ওয়েবসাইটে আপলোডের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আলোচনা মোতাবেক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল কার্যালয়ে পত্র যোগাযোগের জন্য জনসংযোগ কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। পরিশেষে, বিসিকের ভাবমূর্তি যেন ক্ষুণ্ন না হয় সকলকে সেভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে চেয়ারম্যান মহোদয় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৫ জেলায় হবে ডেডিকেটেড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক

সরকার দেশীয় হালকা প্রকৌশল শিল্পের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, যশোর, বগুড়া ও নরসিংদীতে ডেডিকেটেড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিল্পপার্কগুলোতে স্থাপিত কারখানার জন্য দক্ষ জনবলের জোগান নিশ্চিত করতে একই সঙ্গে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে। গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয়ের চিহ্নিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ সভায় শিল্পসচিব কে এম আলী আজম সভাপতিত্ব করেন। সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিসিক, এফবিসিসিআই এবং বিসিআইসহ কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পখাতে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম বেগবান করতে ডেডিকেটেড শিল্পপার্ক স্থাপন; এ খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য স্বল্প খরচে পুঁজি সরবরাহ ও আর্থিক প্রণোদনা; প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরি; উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, সাব-কন্ট্রাকটিং শিল্পের বিকাশ ও আইন প্রণয়ন এবং হালকা প্রকৌশল শিল্পনীতি প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা হয়।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয়ের চিহ্নিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা

সভায় জানানো হয়, হালকা প্রকৌশল শিল্পের বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প নীতিমালা প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে এটি চূড়ান্ত করা হবে। পাশাপাশি এখাতের উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণন নিশ্চিত করতে সাব-কন্ট্রাকটিং আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে বিসিককে দ্রুত আইনের খসড়া প্রণয়নের নির্দেশনা দেয়া হয়। আইন প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত সাব-কন্ট্রাকটিং বিধিমালার আওতায় উদ্যোক্তাদের পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ বাড়াতে জাতীয় শিল্পনীতিতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভাপতির বক্তব্যে শিল্প সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলতি বছর হালকা প্রকৌশল শিল্পকে 'প্রোডাক্ট অব দ্য ইয়ার' ঘোষণা করায় এ শিল্পের গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইতোমধ্যে এ শিল্পের বিকাশ ঘটছে। পরিকল্পিতভাবে হালকা প্রকৌশল শিল্পের বিশাল সম্ভাবনা কাজে লাগাতে ডেডিকেটেড শিল্পপার্ক স্থাপনের বিকল্প নেই। উদ্যোক্তাদের সুবিধার্থে নির্ধারিত লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্কসহ বিসিকের ৭৯টি শিল্পনগরীতে পূর্ণাঙ্গ ওয়ান স্টপ সেবা চালুর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। তিনি দ্রুততম সময়ের মধ্যে পাঁচ জেলায় ডেডিকেটেড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক স্থাপনের তাগিদ দেন। তিনি নরসিংদীতে বাস্তবায়নাধীন অটোমোবাইল শিল্পনগরীর ৪০০ একর জমির মধ্যে ২০০ একর হালকা প্রকৌশল শিল্পের জন্য নির্ধারণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

বর্তমানে দেশের অর্থনীতিতে যুগোপযোগী এবং সম্ভাবনাময় একটি খাত হল লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বা হালকা প্রকৌশল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হালকা প্রকৌশল পণ্যকে 'প্রোডাক্ট অব্ দ্য ইয়ার ২০২০' ঘোষণা করেছেন বিধায় প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার যথাযথ বাস্তবায়নের নিমিত্ত হালকা প্রকৌশল পণ্যের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য "বিসিক হালকা প্রকৌশল ও বৈদ্যুতিক পণ্য শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ" প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া বিসিক হালকা প্রকৌশল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ; বিসিক হালকা প্রকৌশল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, বগুড়া; বিসিক হালকা প্রকৌশল এবং অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ভালুকা, ময়মনসিংহ; বিসিক হালকা প্রকৌশল এবং অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ; বিসিক হালকা প্রকৌশল এবং অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, বেলাবো, নরসিংদী প্রভৃতি প্রকল্প প্রণয়নের প্রাথমিক কাজ চলমান রয়েছে।

বিসিকে নবনিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের দেশপ্রেমিক ও দক্ষ সৈনিক হিসেবে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শিল্প সচিব

গত ১৪ সেপ্টেম্বর-০২ অক্টোবর ২০২০ (১৯ দিন ব্যাপী) বিসিকের নবনিয়োগকৃত (৯ম গ্রেড) কর্মকর্তাদের ২৫ জনের একটি ব্যাচের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং স্কিটি, উত্তরায় অনুষ্ঠিত হয়। শিল্প সচিব জনাব কে এম আলী আজম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নব নিযুক্ত কর্মকর্তাদের ফাউন্ডেশন কোর্সের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি, ড. মোহা. আব্দুস ছালাম, পরিচালক (দক্ষতা ও প্রযুক্তি), ড. গোলাম মোঃ ফারুক, পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা) এবং প্রকৌশলী মোঃ শফিকুল আলম, অধ্যক্ষ, স্কিটি, বিসিক।

২০২০ সালে যোগদানকৃত নবীন কর্মকর্তাদের ফাউন্ডেশন কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন শিল্প সচিব জনাব কে এম আলী আজম

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিল্প সচিব জনাব কে এম আলী আজম উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের ধৈর্য্য ও মনোযোগ সহকারে ১৯ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠাতব্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের সৎ, দক্ষ ও নিবেদিত কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তোলার পরামর্শ প্রদান করেন। পাশাপাশি ২০৩০ সালের

মধ্যে SDG এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিল্পায়নের উন্নয়নযজ্ঞে এক একজন দেশপ্রেমিক ও দক্ষ সৈনিক হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করার আহ্বান জানান। শিল্প সচিব তার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে তুলনা করে বলেন যে, শিক্ষাজীবনে অর্জিত জ্ঞান আমাদের মধ্যে আলো হিসেবে কাজ করে। এই আলোর মাধ্যমেই আমরা আদর্শ কর্মকর্তা হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারি। একজন কর্মকর্তাকে নেতৃত্বদানকারী যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে যিনি কর্মক্ষেত্রে অন্য সহযোগীদের অনুসরণীয় হবেন।

বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি নবীন কর্মকর্তাদের নিজের সন্তানতুল্য বলে উল্লেখ করেন। বিসিকে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে বলে তিনি জানান কারণ বিসিকের নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হলে অনেক উচ্চতর পদ সৃষ্টি হবে। ফলে কাজের পরিবেশের উন্নয়ন হবে। জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কর্মক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রয়োগের পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি স্কিটির অধ্যক্ষ প্রকৌশলী মোঃ শফিকুল আলম স্বাগত বক্তব্যে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিসিকে স্বাগত জানান। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষকদের বক্তব্য থেকে তাদের অর্জিত জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার কথা বলেন।

বিসিক ফরিদপুরের আয়োজনে ৫ দিন ব্যাপী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বিসিক, ফরিদপুরের প্রশিক্ষণ হলে ৫ দিন ব্যাপী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ শুরু হয়। বিসিক, ফরিদপুরের উপমহাব্যবস্থাপক হ.র.ম. রফিকউল্লাহ'র সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিসিকের ঢাকা বিভাগীয় আঞ্চলিক পরিচালক (উপসচিব) জনাব মোঃ আব্দুল মতিন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রকৌশলী মোঃ শফিকুল আলম, অধ্যক্ষ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি), ঢাকা এবং জনাব মোঃ একরামুল হক আকন, উপমহাব্যবস্থাপক, জনতা ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়, ফরিদপুর।

বিসিক ফরিদপুরের আয়োজনে ৫ দিন ব্যাপী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ এবং প্রশিক্ষণার্থীদের একাংশ

Zoom App এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন প্রকৌশলী মোঃ শফিকুল আলম, অধ্যক্ষ, স্কিটি, ঢাকা। প্রশিক্ষণ কোর্সে এইচএসসি হতে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাধারী ২২ জন নারী এবং ৩ জন পুরুষ উদ্যোক্তাসহ মোট ২৫ জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহন করেন।

উক্ত প্রশিক্ষণে রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব একরামুল হক আকন, উপমহাব্যবস্থাপক, জনতা ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়, ফরিদপুর, জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, উপমহাব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক লিঃ, ফরিদপুর, জনাব মৃনাল কান্তি বক্‌শি, উপমহাব্যবস্থাপক, অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, ফরিদপুর, জনাব সুভাষ কুমার বিশ্বাস, আঞ্চলিক পরিচালক (অবঃ) বিসিক, খুলনা, জনাব শেখ সাইফুল ইসলাম ওহিদ (সফল উদ্যোক্তা) এবং সহসভাপতি, নাসিব, ফরিদপুর জেলা শাখা। তাছাড়া এ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে রিসোর্স পারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন জনাব এবিএম আনিসুজ্জামান, ToT প্রশিক্ষক, বিসিক ফরিদপুরের প্রমোশন কর্মকর্তা জনাব মোঃ মুস্তাকিম বিল্লাহ, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ লিয়াকত আলী ও জনাব মোঃ ফারদুল রহমান।

প্রান্তিক লবণ চাষীদের সহজ শর্তে ঋণ দেয়া হবে : চেয়ারম্যান, বিসিক

বিসিক চেয়ারম্যান গত ০৩-০৪ অক্টোবর, ২০২০ কক্সবাজার লবণ শিল্পের উন্নয়ন কার্যালয়ের আওতাধীন দরবেশকাটা লবণ কেন্দ্র, চকরিয়া ও লেমশীখালী লবণ প্রদর্শনী কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কুতুবদিয়া পরিদর্শন করেন। উন্নত পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদনের প্রতি চাষীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার লবণ চাষীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত ০২টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি লবণ চাষীদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান।

প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী লবণ চাষীদের একাংশ

যেহেতু লবণচাষীদের জন্য ঋণ প্রণোদনা পাওয়া যায়নি সেহেতু CIDD প্রকল্পের তহবিল বা বিসিকের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রান্তিক লবণ চাষীদেরকে নামমাত্র খরচে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। ডিসেম্বর, ২০২০ এর মধ্যে এই ঋণ কর্মসূচি কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। তিনি বলেন যে, লেমশীখালীতে বিসিকের ১১৩ একর জমি আছে যেটা লবণ চাষীদের মাঝে ইজারা দেয়া হয়। এবছর ইজারা মূল্য কমিয়ে যথাসম্ভব কম খরচে লটারির মাধ্যমে চাষীদেরকে বরাদ্দ দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি লবণ জমিতেই আর্টিমিয়া (চিংড়ি প্রজাতি) চাষের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন এবং এ বিষয়ে ওয়ার্ল্ড ফিশ্ এর সাথে বিসিকের যৌথভাবে একটি বৃহৎ প্রকল্প প্রণয়নের প্রস্তাবে একমত পোষণ করেন। পরিশেষে তিনি লবণ চাষীদেরকে সমিতি প্রতিষ্ঠাকরণ এবং বিসিকের নিবন্ধনের আওতায় আসার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

সফরে চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি এর সাথে পরিচালক (শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ) জনাব মোঃ খলিলুর রহমান; আঞ্চলিক পরিচালক, চট্টগ্রাম জনাব বাবুল চন্দ্র নাথ; উপমহাব্যবস্থাপক (সম্প্রসারণ), বিসিক, ঢাকা জনাব মোঃ সরওয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপমহাব্যবস্থাপক (লবণ কার্যালয়) জনাব মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (শিসকে, কক্সবাজার) জনাব মোঃ জাফর ইকবাল ভূইয়া, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, লবণ চাষী সমিতির কর্মকর্তা ও বিসিকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) শিল্পপার্ক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণী

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২১ টি প্রকল্পের মধ্যে অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) শিল্পপার্ক উল্লেখযোগ্য। প্রকল্পের মেয়াদকাল জানুয়ারি,২০০৮-জুন, ২০২১। ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য পরিবেশসম্মত স্থানে সকল ধরনের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা (কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার, ডাম্পিং ইয়ার্ড, ইনসিনারেটর নির্মাণসহ) এবং আমদানি নির্ভর ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলাধীন বাউসিয়া এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দক্ষিণ পাশে (ঢাকা থেকে ৩৭ কি.মি. দূরত্বে) ২০০.১৬ একর জমিতে ৩৮১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (তন্মধ্যে জিওবি ৩০১০০.০০ লক্ষ এবং উদ্যোক্তা নিজস্ব তহবিল ৮০০০.০০ লক্ষ) আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) শিল্পপার্ক স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এ-টাইপের ৩০টি (প্রতিটি ৩.২৭ একর), বি-টাইপের ০৫টি (প্রতিটি ২.৩৫ একর) ও এস-টাইপের ০৭টি (বিভিন্ন সাইজের) সহ মোট ৪২টি শিল্প প্লট নির্মাণ করা হয়েছে।

এছাড়া শিল্পপার্কের অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থার জন্য অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে অটো-কন্ট্রোল ফায়ার ফাইটিং সিস্টেমের একটি ১ম শ্রেণির ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি এবং কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল দিয়ে ফায়ার স্টেশনটি চালু করার জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে জরুরিভাবে বিসিকের পক্ষ থেকে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। এছাড়া উদ্যোক্তা তহবিলে অর্থাৎ বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির উদ্যোগে এবং অর্থায়নে প্রকল্পের সিইটিপি ইনসিনারেটর ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি (বিএপিআই) OAPI Industrial Park Services Ltd. নামে একটি কোম্পানি গঠন করেছে। গঠিত উক্ত কোম্পানি প্রকল্পের সিইটিপি ইনসিনারেটর ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ সম্পাদনের জন্য ভারতীয় একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান Ramky Environment service Ltd. এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। গত ০২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বিসিক চেয়ারম্যান মহোদয়ের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির সভাপতি জনাব নাজমুল হাসান, এমপি মহোদয় প্রকল্পের সিইটিপি ইনসিনারেটর ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজটির উদ্বোধন করেন এবং বর্তমানে নির্মাণ কাজটি চলমান রয়েছে। চুক্তি মোতাবেক নিয়োজিত ভারতীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সিইটিপি ২টি মডিউলে দুই ধাপে মোট ২৪ মাস (১ম ধাপে ১৫ মাস এবং ২য় ধাপে ৯ মাস) সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সিইটিপি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করবে বলে জানিয়েছেন।

এপিআই শিল্পপার্কে সিইটিপি ইনসিনারেটর এবং ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির সভাপতি জনাব নাজমুল হাসান, এমপি

বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির সুপারিশের ভিত্তিতে এপিআই শিল্পপার্ক প্রকল্পের ভূমি বরাদ্দ কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে ২৭টি প্রতিষ্ঠানের অনকূলে ৪১টি প্লট ১৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বরাদ্দপ্রাপ্ত সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দকৃত প্লটের পজেশন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরেজমিনে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ০৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য বিসিক থেকে শিল্প কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন নিয়ে ইতোমধ্যে নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেছে।

এপিআই শিল্পপার্ক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঔষধ শিল্প কারখানাসমূহ দেশজ উৎপাদন ও রপ্তানি পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে রেখে তাদের উৎপাদন পারদর্শিতা কাজে লাগিয়ে কাঁচামাল উৎপাদনে স্বনির্ভর হতে পারবে। ফলশ্রুতিতে ফিনিশ্‌ড প্রোডাক্টস ও কাঁচামাল উভয়েরই রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। বিসিক নিয়ন্ত্রিত এপিআই শিল্পপার্ক প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে এখানে প্রায় ২৫০০০ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়।

গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস্ গ্রুপ অব কোম্পানিজ লিঃ এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ এর সফলতার গল্প

গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড আমাদের দেশের ঔষধ শিল্পের একটি অতি জনপ্রিয় নাম। এই শিল্পের প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বিসিক শিল্পনগরী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালীতে অবস্থিত গ্লোব ফার্মসিউটিক্যালস্ লিমিটেড নামে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান যার গর্বিত প্রতিষ্ঠাতা জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ। তিনি ১৯৫৬ সালের ০৭ মে নোয়াখালী জেলাধীন চৌমুহনী পৌরসভার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেডের কার্যক্রমের খণ্ডচিত্র

তিনি ১৯৮৮ সালে নিজ মালিকানায় বেগমগঞ্জ বিসিক শিল্পনগরীতে ছোট পরিসরে ঔষধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন করেন এবং সফলতার সাথে ১৯৯১ সালে তা প্রতিষ্ঠালাভ করে। জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত ঔষধ ব্যবসায়ীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থেকে নিজ মেধা ও দক্ষতা বলে ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটান এবং নিজের ব্যবসায়িক অবস্থান দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করেন। বর্তমানে গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস্ গ্রুপ অব কোম্পানিজ লিঃ এর স্বত্ত্বাধিকারী জনাব হারুনুর রশিদ এর মালিকানাধীন ৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যথা: ০১) গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, বিসিক শিল্পনগরী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী; ০২) গ্লোব ড্রাগস লিঃ, বিসিক শিল্পনগরী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী; ০৩) গ্লোব সফ্‌ট ড্রিংকস লিঃ, দরবেশপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী; ০৪) গ্লোব বিস্কুট অ্যান্ড ডেইরি মিল্ক লিঃ, দরবেশপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী; ০৫) গ্লোব অ্যাগ্রোভেট লিঃ মিরওয়ারিশপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী; ০৬) গ্লোব ফিশারিজ লিঃ, মিরওয়ারিশপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী; ০৭) গ্লোব এডিবল অয়েল লিঃ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ; এবং ০৮) গ্লোব বায়োটেক লিঃ, তেজগাও, ঢাকা।

তার বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী/অস্থায়ী মিলে প্রায় ৫০০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কাজে নিয়োজিত আছেন। দেশে বেকার সমস্যা নিরসনে জনাব হারুন সামাজিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত ঔষধ, বিস্কুট, কোমলপানীয় নোয়াখালী জেলার সীমানা ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তার প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত ঔষধ, বিস্কুট, ড্রিংক্স এবং বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। গ্লোব বায়োটেক লি: প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারি কভিড-১৯ এর প্রতিষেধক হিসেবে ভ্যাকসিন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে তারা সফলতার বিষয়েও আশাবাদী। ভবিষ্যতে ভ্যাকসিন আবিষ্কার করে দেশের চাহিদা পূরণ এবং বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে সুনাম অর্জন করবে বলেও তারা আশা প্রকাশ করছে।

জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ এর ঔষধ কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের পরিচিতি এবং বৃহৎ বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে নোয়াখালী জেলা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন শহরে বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করেন। এছাড়াও জনাব হারুনুর রশিদ তার শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে দেশে বিদেশে আয়োজিত বিভিন্ন মেলায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে আসছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ গ্লোব ফিশারিজ লি: নামে চর-মজিদ, সুবর্ণচর, নোয়াখালীতে একটি মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত খামারে মৎস্য চাষ ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুরে মাছের চাহিদা পূরনের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। বর্তমানে শিল্পপতি হিসাবে তিনি বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত রয়েছেন। যেমন: ১) সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি, ২) সভাপতি, বাংলাদেশ ফুড ও বেভারেজ ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশন, ৩) সভাপতি, বিসিক শিল্প মালিক সমিতি, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী। এই উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার সহধর্মিনী মিসেস সাজেদা বেগম তাকে উৎসাহিত করেন এবং তার ব্যবসার উত্তরণে সর্বক্ষনিক নেপথ্যে থেকে দৃঢ় ভূমিকা পালন করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বিসিক, হবিগঞ্জ পরিদর্শন

বিসিকের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে শিল্প সহায়ক কেন্দ্র ও শিল্পনগরী, বিসিক, হবিগঞ্জ পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন পরিচালক (শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ) জনাব মোঃ খলিলুর রহমান। চেয়ারম্যান মহোদয় শিল্পনগরীর বিভিন্ন কারখানা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে শিল্প মালিক সমিতির সাথে সভা করেন। এছাড়া বিসিক, হবিগঞ্জ এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। সভায় চেয়ারম্যান মহোদয় শিল্পনগরী, বিসিক, হবিগঞ্জ এর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করেন।

চেয়ারম্যান এবং পরিচালক (শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ) মহোদয়গণকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান শিল্প সহায়ক কেন্দ্র ও শিল্পনগরী, বিসিক, হবিগঞ্জের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

কার্যালয়ের বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করে কাজের গতি আরো বৃদ্ধির মাধ্যমে বিসিকের সেবা সর্বস্তরে পৌঁছানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও চেয়ারম্যান মহোদয় হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন এবং হবিগঞ্জে বিসিকের নতুন শিল্পনগরী স্থাপনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করেন। উল্লিখিত সফরের সময় চেয়ারম্যান মহোদয় বিসিক, হবিগঞ্জের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের উপর সন্তোষ প্রকাশ করেন। অপরাহ্নে তিনি শিল্পনগরী, বিসিক, মৌলভীবাজার পরিদর্শন করেন এবং সবশেষে তিনি মৌলভীবাজার বিসিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে একটি সভায় মিলিত হন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়াও আগরশিল্প স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং সার্বিক বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিসিক শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, কিশোরগঞ্জে শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

বিসিক, কিশোরগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত ৫ দিন ব্যাপী (১৯-২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০) শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স মধুনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যশোদল, কিশোরগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিকের পরিচালক, শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ জনাব মোঃ খলিলুর রহমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে বিসিক, কিশোরগঞ্জ কার্যালয়ের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে মোট ১২৫ জন শিল্পোদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে। চলতি অর্থবছরে করোনার প্রার্দুভাবজনিত কারনে এক মাস বিলম্বে প্রথম ব্যাচের ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করার পর উদ্যোক্তাদের মাঝে সনদপত্র বিতরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণসমাপ্ত হয়। বিসিক, কিশোরগঞ্জ কার্যালয় থেকে বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রায় ১৮৮৮ জন শিল্পোদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অধিকাংশ উদ্যোক্তা কুটির, অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সহ দেশের উৎপাদনশীলতায় অবদান রাখছেন এবং অনেকে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। প্রশিক্ষণে ২৫ বছর থেকে ৩৫ বছর বয়সী ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহন করেন। তন্মধ্যে ১ জন মহিলা ও ২৪ জন। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণি থেকে স্নাতক পর্যন্ত।

বিসিক, কিশোরগঞ্জে শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, পরিচালক, শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, বিসিক, ঢাকা

প্রধান অতিথি জনাব মোঃ খলিলুর রহমান তাঁর বক্তব্যে বিসিকের কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে ৬৪টি জেলায় বিসিক ৭৯টি শিল্পনগরী স্থাপন করে দেশীয় কাঁচামালের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে মৌলিক চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছে। করোনার প্রাদুর্ভাবজনিত কারনে দেশের প্রায় অধিকাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও বিসিক শিল্পনগরীর কলকারখানাগুলো স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক চালু রেখে খাদ্যের সরবরাহে ভূমিকা পালন করছে। কিশোরগঞ্জ শিল্পনগরীর ইয়ামাদা হাইটেক ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রা.) লি. মাস্ক

তৈরি করে করোনাকালীন সময়ে বিশেষ অবদান রাখছে। বিসিক পরিচালিত বিনিত ঋণের বিষয়টিও তিনি শিল্পোদ্যোক্তাদের মাঝে তুলে ধরেন। সেই সাথে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির ব্যাপারে সহায়তার বিষয়টিও বর্ণনা করেন। শিল্প কারখানার নিবন্ধন প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আইআরসি এবং ইআরসি প্রাপ্তিতেও বিসিক সহায়তা করে থাকে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সিডিউল অনুযায়ী রিসোর্স স্পিকার ছিলেন ছিলেন জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), কিশোরগঞ্জ; জনাব মোতাহের হোসেন, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক; সফল উদ্যোক্তা সানজিদা রহমান; জনাব আশরাফুল হক, ব্যবস্থাপক, কর্মসংস্থান ব্যাংক; জনাব দীপক কুমার, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, পূবালী ব্যাংক; ও জনাব এ কে এম শামসুদ্দীন ভূইয়া, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, অগ্রনী ব্যাংক।

"এসএমই ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজ ও শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের সার্বিক কার্যক্রম" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০০০০ কোটি টাকার এসএমই ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজ সফল বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বিসিকের ঋণ প্রশাসন শাখার উদ্যোগে "এসএমই ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজ ও শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের সার্বিক কার্যক্রম" শীর্ষক দিনব্যাপী ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন বিসিকের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহা. আব্দুস ছালাম, পরিচালক (দক্ষতা ও প্রযুক্তি)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, পরিচালক (শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ)। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন বিসিকের আঞ্চলিক পরিচালকগণ ও জেলা প্রধানগণ। বিসিকের পরিচালকগণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে রিসোর্স পার্সন হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনাব হুসনে আরা শিখা, মহাব্যবস্থাপক, এসএমই অ্যান্ড সোশ্যাল প্রোগ্রাম ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক; ও জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (বিরা ও বেসরকারি খাত), শিল্প মন্ত্রনালয়।

"এসএমই ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজ ও শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের সার্বিক কার্যক্রম" শীর্ষক দিনব্যাপী ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উপস্থিত চেয়ারম্যান মহোদয় ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিসিকের পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষনা) ড. গোলাম মোঃ ফারুক ও পরিচালক (প্রকৌশল ও প্রকল্প বাস্তবায়ন) জনাব আতাউর রহমান ছিদ্দিকী। বিসিক চেয়ারম্যান প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে বিসিকের আঞ্চলিক পরিচালকগণ ও জেলা প্রধানগণকে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করেন এবং জেলা ঋণ বিতরণ ও মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা নির্বাচন, ব্যাংকে সুপারিশ প্রেরণ ও ঋণ আদায়ে বিসিকের জেলা প্রধানগণকে অগ্রণী ভূমিকা রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

'সিজল' এর স্বত্ত্বাধিকারী (চেয়ারম্যান) জনাব মোঃ নুরুল আলম এর সফলতার গল্প

'সিজল' চট্টগ্রামের খাদ্যজগতে একটি ঐতিহ্যবাহী এবং অতি পরিচিত নাম। খাদ্যের গুণগতমান বজায় রাখার লক্ষ্যে জনাব মোঃ নুরুল আলম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রামে গড়ে তোলেন 'সিজল' নামক প্রতিষ্ঠান। তিনি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ তারিখে সাতকানিয়ার ইছামতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়স থেকেই তাঁর জীবন সংগ্রামের সূচনা হয়। ১৯৬০ সালে ৫ম শ্রেণিতে অধ্যয়নকলে তিনি চাঁদপুরে নানার ফ্যাক্টরিতে কাজ করা শুরু করেন। কয়েক বছর সেখানে কাজ করার পর পরবর্তীতে ১৯৬৩ সালে তিনি সেখান থেকে চলে আসেন এবং বেকার হয়ে পড়েন। সে সময়ে চাক্তাই পৌঁছাতে মাত্র চার আনা পয়সা বাচাঁতে তিনি হেঁটে হেঁটে চাক্তাই এসে পৌঁছাতেন। তাকে আত্মীয়স্বজনের বহু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সহ্য করতে হয়েছিল এবং সেই থেকে তার জেদ চেপেছিল যে জীবনে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এজন্য তাকে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। জনাব মোঃ নুরুল আলম ১৯৬৬ সালে 'চট্টগ্রাম স্টোর' নামে একটি দোকানে চাকুরি পান। তিনি ১৯৬৯ সালে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে ইমপোর্ট এর ব্যবসা শুরু করেন। এভাবে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললো তার জীবন সংগ্রাম। তার মতে সফল উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য ৫টি কৌশল অবলম্বন করতে পারলে সফলতা আসবেই। যেমন:

১) ভোক্তার সুবিধার দিকে খেয়াল রাখা এবং ভোক্তার চাহিদাকে অগ্রাধিকার প্রদান; ২) ঋণের টাকা সময়মত ফেরত প্রদান; ৩) শ্রমিকের মজুরি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা; ৪) কাঁচামাল সরবরাহকারীদের পাওনা নিয়মিত পরিশোধ করা; এবং ৫) নিয়মিত কর প্রদান।

এভাবে নিজ মেধা, দক্ষতা, সর্বোপরি সততাবলে তিনি তাঁর ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটান। এ পর্যন্ত তাঁর প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১০৫০ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। বর্তমানে বিসিক শিল্পনগরী নিজকুঞ্জরা, ফেনী এবং বিসিক শিল্পনগরী, ষোলশহর, চট্টগ্রামে 'সিজল' এর কারখানা রয়েছে। তিনি ২০০৪ সালে নিজকুঞ্জরা বিসিক শিল্পনগরীতে কারখানা স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তিনি ২০১৪ সালে বিসিক শিল্পনগরী, ষোলশহর, চট্টগ্রামে প্লট বরাদ্দ পান এবং ২০১৮ সালে কারখানা চালু করেন।

জনাব মোঃ নুরুল আলম সততা, কঠোর পরিশ্রম এবং সময়ানুবর্তিতাকে তাঁর দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে প্রাধান্য দেন। তিনি যেকোনো পেশাকে সম্মানের চোখে দেখেন। যেকোনো 'উদ্যোগ' গ্রহণের পূর্বে পরিকল্পনা করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তার মতে একমাত্র সঠিক পরিকল্পনাই জীবনে সফলতা এনে দিতে পারে। পরিকল্পনা ছাড়া কোন উদ্যোগই সফল হতে পারে না। কর্মজীবনে সফল এই ব্যক্তিত্ব বর্তমানে বেশ কয়েকটি সংগঠনের সাথে জড়িত। যেমন: আজীবন সদস্য, তামাকুমন্ডি বণিক সমিতি, সাউথল্যান্ড সেন্টার দোকান মালিক সমিতি, রেড ক্রস, ব্লাড ব্যাংক, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ দোকান মালিক ফেডারেশন ইত্যাদি। ১৯৬০ সাল থেকে তিনি বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবামূলক কাজ করে যাচ্ছেন। তারই অংশ হিসেবে তিনি তার গ্রামে হাসপাতাল, বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ইত্যাদি নির্মাণ করেন। তিনি ভবিষ্যতে তার ব্যবসাকে আরো প্রসারিত করার মাধ্যমে মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে বদ্ধপরিকর।

চট্টগ্রাম জেলা সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম জেলা সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটির ২য় সভা ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে জুম অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে জনাব ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব এ জেড এম শরিফ হোসেন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্মপরিচালক জনাব মোঃ সালেহ ইমতিয়াজ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া জনাব মাহাবুবুল আলম, সভাপতি, চট্টগ্রাম চেম্বার; জনাব নূরুল আজম খান, সভাপতি, নাসিব, চট্টগ্রাম; জনাব নুজহাত নূয়েরী কৃষ্টি, পরিচালক, মহিলা চেম্বার অব কমার্স, চট্টগ্রাম সহ চট্টগ্রামস্থ ৫টি সরকারি ব্যাংক ও ২৬টি বেসরকারি ব্যাংকের প্রতিনিধি, বিজেএমইএ, বিকেএমইএ ও হালকা প্রকৌশল সমিতিসহ ৪৮ জন সদস্য সভায় অংশগ্রহণ করেন।

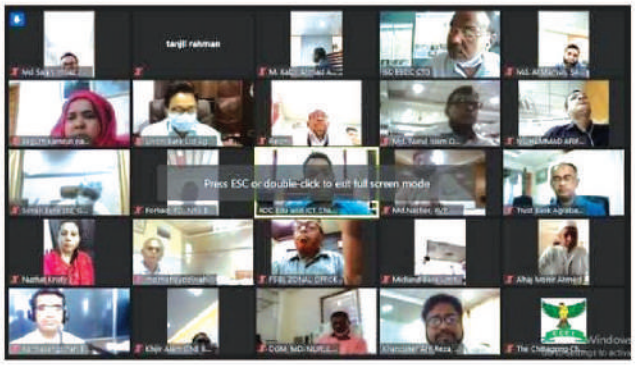

জুম অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহনকারীদের একাংশ

সভায় বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রাপ্ত আবেদন যাচাইপূর্বক ৬৬৩ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ১৬৫ কোটি ৪৪ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ঋণ অনুমোদন করা হয়। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত সিএমএসএমই ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় চট্টগ্রামে ৯৪৫ জন উদ্যোক্তার মাঝে ২৩৯ কোটি ৬৬ লক্ষ ৮ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। উল্লিখিত উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাছাড়া সেবা ও ব্যবসার সাথেও কিছু উদ্যোক্তা জড়িত রয়েছেন। শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, বিসিক, চট্টগ্রাম এর উপমহাব্যবস্থাপক জনাব আহমেদ জামাল নাসের চৌধুরী সভা পরিচালনা করেন এবং তাঁকে সহায়তা করেন তানিজা জাহান (উপব্যবস্থাপক) এবং জনাব মোহাম্মদ তানজিলুর রহমান (প্রমোশন কর্মকর্তা)।

শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, বিসিক, টাঙ্গাইল এর আওতাধীন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২টি প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, বিসিক, টাঙ্গাইলের আওতাধীন 'দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' জেলার কর্মহীন যুবক ও যুবতীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তরিত করে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে ১৯৮১ সাল থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে। এ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৫ জুন, ১৯৮১ খ্রি. থেকে শুরু করে ৩০ জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত বিভিন্ন ট্রেডে মোট ২৫৮টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়। তন্মধ্যে রেডিও-টিভি মেরামত, মোবাইল সার্ভিসিং ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন উল্লেখযোগ্য। প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে মোট ৪৪৭১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে দেশে ১৯৭২ জন এবং বিদেশে ৬৭৬ জন কর্মে নিয়োজিত থেকে আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখ থেকে ৪ মাস ব্যাপী 'ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং অ্যান্ড মোটরওয়াইন্ডিং' এবং 'রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনার রিপেয়ারিং' কোর্স ২টি চালু হয়েছে। বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারি কভিড-১৯ এর দুর্যোগকালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কোর্স শুরু হয়।

কোর্স দু'টির উদ্বোধন করেন শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, বিসিক, টাঙ্গাইলের সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব শাহনাজ বেগম। কোর্স দু'টির প্রতিটিতে ১৫ জন করে প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে। তাছাড়া আগস্ট, ২০২০ মাসে ৬ মাস ব্যাপী 'কম্পিউটার অফিস প্যাকেজ অ্যান্ড ইন্টারনেট ব্রাউজিং' এবং ৩ মাস ব্যাপী 'কাটিং এবং সেলাই' বিষয়ক ২টি কোর্স শুরু হয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাঙ্গাইল কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের একাংশ

শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, বিসিক, খুলনায় ৫ দিন ব্যাপী শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন

২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রার অংশ হিসেবে শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, বিসিক, খুলনার উদ্যোগে ১৩-১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রি. ৫ দিন ব্যাপী শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স আঞ্চলিক কার্যালয়, বিসিক, খুলনার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ সকাল ৯ টায় শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, বিসিক, খুলনার উপমহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব তাহেরা নাসরীন এর সভাপতিত্বে কোর্সের উদ্বোধন করেন কাজী মাহাবুবুর রশিদ, আঞ্চলিক পরিচালক, বিসিক, খুলনা।

কোর্স চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন ও বিকিকিনি

প্রশিক্ষণের মডিউল অনুযায়ী প্রতিদিনের প্রশিক্ষণে ৪ টি করে মোট ২০ টি ক্লাস থাকে। এই কোর্সে ২৭ জন উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন, এদের মধ্যে ১৫ জন নারী এবং বাকি ১২ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন যাদের বয়স ১৮ থেকে ৫০ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণি থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত। প্রশিক্ষণের নির্ধারিত মডিউলে আলোচ্য বিষয় ছিল কোর্স সম্পর্কে

ধারণা, বিসিক পরিচিতি, উদ্যোক্তার গুনাবলী, যোগ্যতা যাচাই, শিল্পনীতি, শিল্পের উন্নয়নে বিসিকের ভূমিকা, মাইক্রোস্ক্রিনিং, বিপণন ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প বিষয়ে সার্বিক আলোচনা, ব্যাংক ঋণ, ওয়ার্কশপসহ প্রতিদিনের নির্ধারিত ৪টি বিষয় অনুয়ায়ী ২০ টি ক্লাস নেয়া হয় এবং প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ইভেন্টের মাধ্যমে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কোর্সে রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহন করেন জনাব কাজী মাহাবুবুর রশিদ, আঞ্চলিক পরিচালক, বিসিক, খুলনা; জনাব তাহেরা নাসরীন, উপমহাব্যবস্থাপক, শিসকে, খুলনা; জনাব কৃষ্ণপদ মল্লিক, উপব্যবস্থাপক, শিসকে, খুলনা; জনাব মোঃ সাইফুর রহমান খান, পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনা; জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, উপপরিচালক, বিএসটিআই, খুলনা; জনাব মোঃ মাসুম বিল্লাহ, যুগ্মপরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা; জনাব এনাম আহমেদ, উপব্যবস্থাপক, শিসকে, খুলনা; জনাব সেখ ওয়ালিউর রহমান, প্রমোশন কর্মকর্তা, শিসকে, খুলনা; জনাব শেখ রিয়াজুল ইসলাম, শিল্পনগরী কর্মকর্তা, শিসকে, খুলনা ও জনাব সৌরভ কুমার সরকার, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, শিসকে, খুলনা। কোর্স সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন শেখ মিজানুর রহমান, প্রমোশন কর্মকর্তা, শিসকে, খুলনা। প্রশিক্ষণ শেষে বিসিক, খুলনার আঞ্চলিক পরিচালক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্যোক্তাদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন।

দেশের শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে বিসিক শিল্পনগরী, পাবনা

১৯৫৭ সালে বিসিক প্রতিষ্ঠার পর উত্তরবঙ্গের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ অঞ্চলে শিল্পায়নের ধারাকে বেগবান করতে ১৯৬২ সালে পাবনায় ১১০.৫৩ একর জমিতে গড়ে ওঠে পরিকল্পিত শিল্পনগরী। ১৯৭১ পরবর্তী অর্থনীতি পুনর্গঠনে দেশকে এগিয়ে নেয় বিসিক। একই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে ১৫ একর জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় পাবনা সম্প্রসারিত শিল্পনগরী। পাবনা জেলার অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র বিসিকের এ দুটি শিল্পনগরী। উক্ত শিল্পনগরীতে ৫৭৪টি প্লটসমৃদ্ধ ২০২টি শিল্প ইউনিটে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় পনের হাজারের বেশি শ্রমশক্তির।

বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান স্কয়ার গ্রুপ; উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় স্টিল মিল 'মোয়াজউদ্দিন স্টিল মিলস'; দেশ সমৃদ্ধ 'এ. আর অটো রাইস মিল'; প্রসিদ্ধ 'শাপলা প্লাস্টিক'; উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান 'রাজা মবিল অ্যান্ড ডিজেল ফিল্টার'; সুপরিচিত 'বনলতা সুইটস অ্যান্ড বেকারি'; অভি ফুড; তুষার ফ্লাওয়ার; আরটা ফ্লাওয়ার; জয়া ফুড; সততা ফুড; সেলিম ওয়েল; দেলোয়ার ওয়েল; প্রিন্স কেমিক্যাল; মানামা গ্রুপ; পলি মিল্ক আইসক্রিম; তিতাস ফুড; রোমান ডাল মিল; ও 'কিষাণ ফুড' পাবনা শিল্পনগরীর গর্ব। পাবনা শিল্পনগরীর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্য আর করোনাকালীন অর্থনৈতিক সফলতা প্রেস ও টেলিমিডিয়ায় বহুবার প্রচারিত হয়েছে।

পাবনা শিল্পনগরীতে বর্তমানে বার্ষিক উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য প্রায় ১২৩৪ কোটি টাকা, বিনিয়োগ প্রায় ১৩০০ কোটি টাকা এবং শুল্ক, ভ্যাট, ট্যাক্স ও বিদ্যুৎ খাতে সরকারের আয় প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। করোনাকালেও প্রায় ১৫০ কোটি টাকার জীবন রক্ষাকারী ঔষধ ইউরোপ, আফ্রিকা ও আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোতে রপ্তানি করেছে পাবনা শিল্পনগরীর স্কয়ার সহ অন্যান্য রাসায়নিক পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। পাবনা শিল্পনগরীর ১৩৫টি খাদ্য ও সহজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, ২০টি হালকা প্রকৌশল যন্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, ০৪ টি সুতা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, ১২টি রাসায়নিক পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, ০৫ টি প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং প্রতিষ্ঠান সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত আছে। এ শিল্পনগরীর বিভিন্ন কারখানা থেকে দৈনিক ৬০০ মেট্রিক টন চাল, ৪০০ মেট্রিক টন ডাল, ৭-৮ মেট্রিক টন সরিষার তেল এবং ১০ হাজার ডিম ও হাঁস-মুরগির বাচ্চা (সরকারি হাঁস মুরগির খামার) দিয়ে করোনা কালেও দেশের চাহিদা পূরণ করছে।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে পাবনার দু'টি শিল্পনগরী পুরোদমে চালু আছে। অদ্যাবধি মেলেনি কোন করোনা আক্রান্তের খবর। নেই কারও চাকরি হারানোর অভিযোগ। সরকারের লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিসিক দেশের শিল্পায়ন ও উদ্যোক্তা তৈরির কাজটি শুরু থেকে প্রশংসার সাথে দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে করে আসছে। ক্রমান্বয়ে বিসিক হয়ে উঠছে দেশের শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। বিসিকের এই সফল কর্মযজ্ঞের প্রসারের ক্ষেত্রে পাবনা শিল্পনগরী সমান অংশীদার। বৈশ্বিক মহামারিখ্যাত এই করোনাকালীন দূর্যোগের সময়েও পাবনা শিল্পনগরীর শিল্প মালিকগণ উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে যা সত্যই প্রশংসার দাবীদার।

শোকবার্তা

চলে গেলেন আ ফ ম জালাল উদ্দীন

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), রংপুর কার্যালয়ের উপব্যবস্থাপক এবং শতরঞ্জি শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মরহুম আ ফ ম জালাল উদ্দীন গত ৩০ আগস্ট ২০২০ তারিখে রংপুর মেডিকেল কলেজের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ডাক্তারী তথ্য মতে তিনি করোনা আক্রান্ত (কভিড-১৯ পজিটিভ) হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। তার মৃত্যুতে বিসিক পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। আ ফ ম জালাল উদ্দীন ১৯৮৯ সালে সহকারী প্রকৌশলী পদে বিসিকে যোগদান করেন। মরহুম জালাল উদ্দীন মৃত্যুকালে এক ছেলে, এক মেয়ে এবং অসংখ্য সহকর্মী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

না ফেরার দেশে কামরুল হক

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) প্রধান কার্যালয়ের প্রযুক্তি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সম্প্রসারণ কর্মকর্তা কামরুল হক গত ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখ রাত ১০টা ১৫ মিনিটে রাজধানীর একটি হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মরহুম কামরুল হক ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। মরহুম কামরুল হকের মৃত্যুতে বিসিক পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। তিনি ১৯৯২ সালে উইইপি প্রকল্পে যোগদান করেন। তিনি ডিসেম্বর, ২০১৩ সালে বিসিকের রাজস্ব খাতে আত্মীকৃত হন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে ও অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।

এক নজরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি)

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিসিকের জনবলের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিসিকের আওতাধীন একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় বিসিক 'ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' নামে জানুয়ারি, ১৯৮৫ সালে একটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে।

উত্তরা, ঢাকায় অবস্থিত স্কিটির প্রধান ভবন

স্কিটি স্থাপনের উদ্দেশ্য :

বেসরকারি খাতের শিল্পোদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনশক্তির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পখাতের শিল্পোদ্যোক্তা ও শিল্প সম্প্রসারণ উন্নয়ন, বিসিক কর্মীবাহিনীর ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন গবেষণা ও পরামর্শ কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যেই স্কিটি প্রতিষ্ঠালাভ করে।

ভিশন :

দেশের বিদ্যমান ও সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

মিশন :

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য নতুন নতুন উদ্যোক্তাদের এবং সংশ্লিষ্ট জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাগণের কৌশলগত জ্ঞানার্জন এবং শিল্প ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক প্রশিক্ষণ আয়োজনের পাশাপাশি কিছু কিছু গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

স্কিটির চলমান কর্মসূচি :

বার্ষিক প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা : ৫০ টি (স্কিটিতে ৩৫ টি এবং মাঠ পর্যায়ে ১৫ টি); কোর্সের মেয়াদকাল : ১-২ সপ্তাহ; বার্ষিক প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা : ১২৫০ জন; প্রশিক্ষণ পদ্ধতি : আন্তর্জাতিক মানের (লেকচার, অনুশীলন, গ্রুপ আলোচনা, কেইস স্ট্যাডি/ সফল উদ্যোক্তার অভিজ্ঞতা বিনিময়, সিমুলেশন, ভিডিও প্রদর্শন, শিল্প কারখানা পরিদর্শন, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রস্তুত ইত্যাদি)।

বিসিক বহির্ভূত, অনুরোধ ভিত্তিক কোর্স/ প্রোগ্রাম :

স্কিটি নিজস্ব কর্মসূচি ছাড়াও বিভিন্ন সংস্থার অনুরোধে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কোর্স পরিচালনা করে থাকে। ইতোমধ্যে স্কিটি যে সব সংস্থার চাহিদা অনুসারে প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে : এসএমই-এসডিপি প্রকল্প, শিল্প মন্ত্রণালয়, জেডিপিসি, বিশ্ব ব্যাংক, পাট মন্ত্রণালয়, এলজিইডি, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, কৃষি মন্ত্রণালয়, আইএফসি, বিশ্ব ব্যাংক, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই), প্রিজন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, কারা অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়, এইচএসবিসি ব্যাংক, জেলা শিল্প ও বণিক সমিতি, এবং ব্রাক ব্যাংক লি. ইত্যাদি।

স্কিটির অনুমোদিত জনবল: ৮৫ জন (৩৩ জন কর্মকর্তা এবং ৫২ জন কর্মচারী)

স্কিটি কর্তৃক পরিচালিত অনুষদভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ :

শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন অনুষদ : লাভজনকভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ শুরুর উপায়, নতুন ব্যবসা প্রবর্তনে উদ্যোক্তা উন্নয়ন/ নতুন ব্যবসা সৃষ্টিতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, নতুন শিল্প/ ব্যবসা প্রতিষ্ঠার উপায়, ব্যাংক উপযোগী প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন, নারীদের জন্য ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, নিজ ব্যবসা শুরুর উপায়, ব্যবসায় উন্নয়ন ও নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন।

সাধারণ ব্যবস্থাপনা অনুষদ : অফিস ব্যবস্থাপনা, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ও ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি।

শিল্প ব্যবস্থাপনা অনুষদ : শিল্প ব্যবস্থাপনা ও শিল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লায়েন্স ম্যানেজমেন্ট, কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, এসএমই ম্যানেজমেন্ট ও কুটির শিল্প ব্যবস্থাপনা।

অর্থ ব্যবস্থাপনা অনুষদ : নতুন ব্যবসায় অর্থায়ন/ বুক কিপিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং, নির্বাহী অফিস হিসাবরক্ষন, অর্থব্যবস্থাপনা/ ফিনান্সিয়াল কমপ্লায়েন্স, নতুন ব্যবসায় অর্থায়ন/নতুন ব্যবসায় মুনাফা পরিকল্পনা।

বিপণন ব্যবস্থাপনা অনুষদ : এক্সপোর্ট মার্কেটিং, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট ডকুমেন্টেশন, বিক্রয় কৌশল ও বিক্রয় প্রসার, ব্রান্ডিং এবং প্রতিযোগিতাপূর্ন বাজারে বিক্রয়ের কৌশল।

স্কিটির অর্জনসমূহ : জানুয়ারি, ১৯৮৫ খ্রি. হতে জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত মোট আয়োজিত কোর্স সংখ্যা ২০৩১টি (স্কিটিতে ১৪৩৫ টি এবং মাঠ পর্যায়ে ৫৯৬টি) এবং মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫২৪৭৮ জন।

বিসিক, মাদারীপুর জেলার কর্মকাণ্ড পরিদর্শনে পরিচালক (যুগ্মসচিব), পরিকল্পনা ও গবেষণা

বিসিকের পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা) ড. গোলাম মোঃ ফারুক গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মাদারীপুর শিল্প সহায়ক কেন্দ্র ও মাদারীপুর শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেন। পরিচালক মহোদয়ের সফরসঙ্গী হিসেবে জনাব মোহাম্মদ রাশেদুর রহমান, উপমহাব্যবস্থাপক, পরিকল্পনা বিভাগ, বিসিক, ঢাকা, উপস্থিত ছিলেন।

মাদারীপুর শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শনকালে ড. গোলাম মোঃ ফারুক, পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), বিসিক

পরিচালক মহোদয়ের মাদারীপুর শিল্প সহায়ক কেন্দ্র পরিদর্শনকালে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে মতবিনিময় সভা করেন। সভায় তিনি শিল্প সহায়ক কেন্দ্র এবং শিল্পনগরীর দাপ্তরিক যাবতীয় কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। বিসিকের কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ এবং বিসিকের কর্মকাণ্ড ব্যাপক পরিসরে প্রচারের জন্য দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি মিডিয়া ও জেলা প্রশাসনের সাথে বিসিকের সার্বিক কর্মকাণ্ড, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা এবং নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। এরপর তিনি মাদারীপুর শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেন এবং শিল্পনগরীর সাইট ও চলমান কাজের গুনগতমান দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এসময় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক মোঃ ইউসুফ আলী মোল্লা, সহকারী প্রকৌশলী ও উপসহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর জেলা সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত

রংপুর জেলা এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটির ৩য় সভা ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখ বিকেল ৪.০০ ঘটিকায় অনলাইন 'জুম' প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটির আহ্বায়ক জনাব মোঃ আসিব আহসান, জেলা প্রশাসক, রংপুর সভাপতিত্ব করেন। সভায় কমিটির সদস্য জনাব মোঃ শাহজাহান মিঞা, উপমহাব্যবস্থাপক, অগ্রণী ব্যাংক (লীড ব্যাংক), রংপুর সহ সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের প্রতিনিধি, জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি জনাব সোহরাব হোসেন চৌধুরী টিটু, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি মোঃ রেজাউল ইসলাম মিলন, নাসিব, উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আনোয়ারা ফেরদৌসি সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

জুম অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের সিএমএসএমই ঋণ কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনান্তে জানা যায় যে, রংপুর জেলায় শুরু থেকে এ পর্যন্ত ১১৮ জন উদ্যোক্তার মধ্যে ১৭৮৪.৭৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসক সবার প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। জেলা প্রশাসক যোগ্য ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তারা যাতে ঋণ প্রণোদনার আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় কমিটির সদস্য সচিব জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, উপমহাব্যবস্থাপক, বিসিক, রংপুর অনুষ্ঠানের সঞ্চালনাসহ সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন।

বিসিক এবং শিল্পোদ্যোক্তাদের পারস্পারিক সহযোগিতায় এগিয়ে চলছে যশোর বিসিক শিল্পনগরী

বাংলাদেশের সর্বপ্রথম পাকহানাদার মুক্ত এবং প্রথম ডিজিটাল শহর যশোরে বিসিক শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে ৫০.০৪ একর জমির উপর। বর্তমানে এই সুপ্রাচীন শিল্পনগরীতে রয়েছে ১১৯টি শিল্প ইউনিট। যার মধ্যে রয়েছে একটি ব্যাংক এবং একটি নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র যা শিল্পনগরীর ক্রমবর্ধিষ্ণু বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে সমর্থ হবে। বিসিকের চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশনায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের জোর প্রচেষ্টা চলছে। ১১৩টি চালু ইউনিটের মধ্যে রয়েছে স্বনামধন্য আদ্‌দ্বীন ফার্মাসিউটিক্যাল ও রেসকো ব্রেড এন্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরি (প্রাঃ) লিঃ। অটোমোবাইল শিল্পের ক্রমবিকাশের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে এই শিল্পনগরীর মেসার্স তৌফিক ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, মদিনা অটোমোবাইল এবং ফোকাস লুব্রিকেন্টস। দেশব্যাপী ৫টি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পার্কের মধ্যে একটি স্থাপিত হতে যাচ্ছে যশোরে ১০০ একর জমির উপর, যা যশোরের অটোমোবাইল শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য একটি আশার বাণী। এছাড়া আরো রয়েছে লিডার অ্যাগ্রোভেট ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ যারা গবাদিপশুর ঔষধ উৎপন্ন করে, রয়েছে সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট এম.ইউ সি ফুডস্ লিঃ যারা ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি করে থাকে। চলতি বছর এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটি ১০৭.৭৯ কোটি টাকা আয় করেছে।

১০০% রপ্তানিমুখী এম ইউ সি ফুড লিঃ এ চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ চলছে

যশোর শিল্পনগরীতে রাস্তা ও ড্রেনের সমস্যা আছে যা মালিক, শ্রমিক ও উদ্যোক্তাগণের সার্বিক সমস্যার সৃষ্টি করছে। তবে বিসিক চেয়ারম্যান মহোদয়ের দক্ষ নেতৃত্বে এবং বিসিক যশোরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্মোদ্দীপনায় অচিরেই এসকল সমস্যা ও প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠা যাবে বলে আশা করা যায়। যশোর শিল্পনগরীতে বর্তমানে ২ জন কর্মকর্তা ও ৫ জন কর্মচারী সহ মোট ৭ জন জনবল রয়েছে। শিল্পনগরীর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে উক্ত জনবল যথেষ্ট পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এখানে বিসিক এবং শিল্পোদ্যোক্তাদের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ রয়েছে যা শিল্পনগরীর কার্যক্রমকে গতিশীল করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।।

বিসিক ভবনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৫ দিন ব্যাপী হেমন্ত মেলা' ১৪২৭ ও ত্রৈমাসিক কারুশিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

কভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে বিসিকের নকশা কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ত্রৈমাসিক মেলা সাময়িকভাবে বন্ধ ছিলো। স্বাস্থ্যবিধি মেনে অফিস, আদালত ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান স্বাভাবিকভাবে চালুর প্রেক্ষিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিসিকের নকশা কেন্দ্র ৫ দিনব্যাপী হেমন্ত মেলার আয়োজন করে।

বিসিক ভবনে আয়োজিত এ মেলায় প্রায় ৬০ জন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পোদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করে। ১৮ অক্টোবর ২০২০ (২ কার্তিক ১৪২৭) বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে হেমন্ত মেলা ১৪২৭ ও ত্রৈমাসিক কারুশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিসিক চেয়ারম্যান মেলায় আগত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তা, ক্রেতা ও বিক্রেতাগণকে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাগণ। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাদের ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনা করে বিসিকের পক্ষ থেকে এ মেলার আয়োজন করা হয়। তিনি আরো বলেন, বিসিক কর্তৃক হেমন্ত মেলার আয়োজন করা হয়েছে যাতে উদ্যোক্তাগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবজনিত আর্থিক ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নিতে পারেন। অধিকন্তু ক্রেতা সাধারণকে মাস্ক পরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কেনাকাটার আহ্বান জানান বিসিক চেয়ারম্যান।

উদ্বোধনের পর পরিচালক পর্ষদের সদস্যগণকে সংগে নিয়ে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি

অনুষ্ঠানে বিসিক পরিচালক পর্ষদের সম্মানিত সদস্যগণ এবং বিসিকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। মেলার স্টলগুলোতে হস্ত ও কুটির শিল্পজাত বিভিন্ন পণ্য যেমন : পোশাক, নকশিকাঁথা, তাঁত ও জামদানি শাড়ি, পাটজাত ও চামড়াজাত পণ্য এবং খাদ্যসামগ্রী স্থান পায়। মেলা প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিলো। তাছাড়া মেলা উপলক্ষ্যে নকশা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের উৎপাদিত শিল্পপণ্য নিয়ে নকশা কেন্দ্রের জয়নুল আবেদীন প্রদর্শন কক্ষে "ত্রৈমাসিক কারুশিল্প প্রদর্শনী" আয়োজন করা হয়েছিলো।

উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে বিসিক নকশা কেন্দ্রের বস্ত্র ছাপা (বাটিক ও টাইডাই, ব্লক প্রিন্ট এবং স্ক্রিন প্রিন্ট) প্রশিক্ষণের তথ্যচিত্র

বিসিকের নকশা কেন্দ্রে বস্ত্র ছাপা বিভাগ বিভিন্ন সময়ে মোম, বাটিক ও টাইডাই, স্কিন প্রিন্ট এবং ব্লক প্রিন্ট প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

বাটিক ও টাইডাই (tie & dye) প্রশিক্ষণ কোর্স : তরলীকৃত গরম মোম ব্রাশ ও জান্টিং এর সাহায্যে কাপড়ে ছোট ছোট ডট ও রেখা টেনে নকশা আঁকা হয়। মোমের নকশা করা কাপড়ের উপরে বিভিন্ন স্থায়ী রং প্রয়োগ করা হয়। ভ্যাট ডাই, অ্যাসিড ডাই, প্রুশিয়ান ডাই ছাড়াও ভেজিটেবল ডাই দিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে বাটিক করা হয়। নকশা কেন্দ্রে বিগত অর্থবছরে ৫৮ জন উদ্যোক্তাকে বাটিক ও টাইডাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ০১ নভেম্বর ২০২০ তারিখ থেকে ০২ মাসব্যাপী বাটিক ও টাইডাই এর একটি প্রশিক্ষণ কোর্স চলছে যাতে ২৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। নকশা কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদিত আকর্ষণীয় ডিজাইনের বাটিকের সামগ্রী দেশ ও বিদেশে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করছেন।

সুতি, সিল্ক, উল এই পদ্ধতিতে টাইডাই করা যায়। টাই করা কাপড়- ভ্যাট ডাই, অ্যাসিড ডাই, প্রুশিয়ান ডাই এবং মাধ্যমে রং করা হয়। কাপড় বিভিন্ন অংশে সুতা অথবা ব্যান্ড দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রং এ ডুবিয়ে রং করা হয়। রং শুকানোর পর সুতার বাঁধন খুলে মেলে ধরলে কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে বিভিন্ন ডিজাইনের রংয়ে তৈরি টেকচার ও ফর্ম দেখা যায়। এই পদ্ধতিতে একটি কাপড়ে অনেক ধরনের রং ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, তাই টাইডাই করা কাপড় আকর্ষণীয় হয়ে উঠে।

ব্লক প্রিন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স : বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে কাঠের পাটার উপর হাতে নকশা খোদাই করে ব্লক তৈরি করা হয়। ঐতিহ্য অনুযায়ী এখনো বাংলাদেশে এই শিল্পের প্রচলন খুবই জনপ্রিয়। এক টুকরো কাঠের উপর ফুল, পাতা, জ্যামিতিক নকশা দিয়ে জমিনের নকশা, পাড়ের নকশা, বুটি নকশা সূক্ষ্মভাবে কেটে ব্লক তৈরি করা হয়। নকশা দারকাঠের ব্লকে স্থায়ী রং মাখিয়ে কাপড়ের উপর চাপ দিয়ে নকশা প্রিন্ট করার নামই হচ্ছে ব্লক প্রিন্ট। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে নানা রংয়ে ব্লক প্রিন্ট করে সুতি, সিল্ক, খাদি কাপড়ে বিভিন্ন ধরনের নকশা অলংকরণ করে আকর্ষণীয় পণ্য উৎপাদন করছেন। নকশা কেন্দ্রে গত অর্থবছরে ৪৫ জন উদ্যোক্তাকে ব্লক প্রিন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ০১ নভেম্বর ২০২০ তারিখ থেকে ব্লক প্রিন্ট এর একটি প্রশিক্ষণ চলছে যাতে ২১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করছে। প্রশিক্ষণ কোর্সটির মেয়াদকাল ০২ মাস। নকশা কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদিত আকর্ষণীয় ডিজাইনের ব্লকের সামগ্রী দেশ ও বিদেশে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করছেন। বর্তমানে কোর্সটির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং এর চাহিদা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্ক্রিন প্রিন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বহুলপ্রচলিত প্রিন্টিং পদ্ধতি। সব ধরনের বাণিজ্যিক পণ্যে নিখুঁতভাবে লিখা, নকশা, ছবি, লোগো অনেক বেশি কালারের প্রিন্ট করা সম্ভব হয়। বিশেষভাবে তৈরি সিনথেটিক মেস কাপড়, কাঠ বা লোহার ফ্রেমের সঙ্গে টান করে বেঁধে বিশেষ কেমিক্যাল ও আলোর এক্সপোজের সাহায্যে স্ক্রিন তৈরির কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়। কিভাবে স্ক্রিন ফ্রেম কাপড়ের উপর বসিয়ে রং স্ক্র্যাপার দিয়ে টেনে সমানভাবে দক্ষ হাতে প্রিন্ট নিতে হয়, প্রশিক্ষণার্থীদের এই কৌশলটির ব্যাবহারিক শিক্ষা বিশেষভাবে দেওয়া হয়। নকশা কেন্দ্রে গত অর্থবছরে ৯৬ জন উদ্যোক্তাকে স্ক্রিন প্রিন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ০১ নভেম্বর, ২০২০ তারিখ থেকে ০২ মাসব্যাপী স্ক্রিন প্রিন্ট এর একটি প্রশিক্ষণ চলছে যাতে ২৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করছে।

বিসিক এর অনলাইন মার্কেট

করোনা প্রাদুর্ভাবের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক অনলাইন মার্কেটিং প্লাটফরম তৈরি ও বাস্তবায়ন কৌশল সংক্রান্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

০৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখ সকাল ১০টায় বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশতাক হাসান, এনডিসি মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিসিক বোর্ড রুমে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এটুআই প্রকল্প, আইসিটি বিভাগের হেড অব ই-কমার্স জনাব রেজওয়ানুল হক জামি বিসিকে অনলাইন মার্কেটিং বাস্তবায়ন কৌশল, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিস্তারিত উপস্থাপনা করেন।

বিসিক কর্তৃক অনলাইন মার্কেটিং প্লাটফর্ম তৈরি সংক্রান্ত সভায় উপস্থিত বিসিক চেয়ারম্যান ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ

সভায় উপস্থিত ছিলেন বিসিক পরিচালক (অর্থ) জনাব স্বপন কুমার ঘোষ, পরিচালক (শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ) জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, পরিচালক (বিপণন, নকশা ও কারুশিল্প) জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন, পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা) ড. গোলাম মোঃ ফারুক, বিসিক সচিব জনাব মোঃ মফিদুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (বিপণন) জনাব অখিল রঞ্জন তরফদার এবং বিসিকের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা প্রধানগণ।

সভায় উপস্থিত বিসিকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এটুআই প্রকল্প, আইসিটি বিভাগের প্রতিনিধিগণ

কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইন মার্কেটিং প্লাটফরম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বিসিক।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিসিক, রাজশাহী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ইতিবৃত্ত

শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, বিসিক, রাজশাহী কার্যালয়ের আওতাধীন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজশাহী জেলার কর্মহীন যুবক ও যুবতীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তরিত করে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে ১৯৮৫ সাল থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে।

এ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৯৮৫ সালের ১৫ জুন থেকে শুরু করে ২০২০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৩৩৩ টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়। উল্লেখযোগ্য কোর্সসমূহ হলো : রিপেয়ারিং ইলেকট্রনিক গুডস, ইলেকট্রিক্যাল হাউজওয়্যারিং অ্যান্ড মটর উইন্ডিং, ফিটিং কাম মেশিনসপ প্রাকটিসেস অ্যান্ড ওয়েল্ডিং, রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনার রিপেয়ারিং, মোবাইল ফোন রিপেয়ারিং, কম্পিউটার অফিস প্যাকেজ অ্যান্ড ইন্টারনেট ব্রাউজিং, কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন, ফুড প্রসেসিং, কাটিং ও সেলাই প্রশিক্ষণ।

কম্পিউটার অফিস প্যাকেজ অ্যান্ড ইন্টারনেট ব্রাউজিং কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ

উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে মোট ৫৮৭০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে সামরিক ১২৩৫ জন সাধারণ ৪,৬৩৫ জন। যার মধ্যে দেশে ৩১৫০ জন এবং বিদেশে ১২৫ জন কর্মে নিয়োজিত থেকে আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন।

কাটিং ও সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ

বৈশ্বিক মহামারি কভিড-১৯ এর দুর্যোগকালীন সময়েও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কোর্স ক্যালেন্ডার অনুসারে ০১ আগস্ট ২০২০ তারিখ থেকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক ৬ মাস, ৪ মাস ও ৩ মাস ব্যাপী রিপেয়ারিং ইলেকট্রনিক গুডস, ইলেকট্রিক্যাল হাউজওয়্যারিং অ্যান্ড মটর উইন্ডিং, রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনার রিপেয়ারিং, কম্পিউটার অফিস প্যাকেজ অ্যান্ড ইন্টারনেট ব্রাউজিং, কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন, ফুড প্রসেসিং এবং কাটিং ও সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, গত ০১ অক্টোবর ২০২০ তারিখ থেকে মোবাইল ফোন রিপেয়ারিং, ফুড প্রসেসিং, এবং কাটিং ও সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ শুরু হয়েছে।

বিসিক রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক
জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ

জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর আঞ্চলিক পরিচালক, রাজশাহী হিসেবে যোগদান করেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন উপসচিব। জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর উপজেলার মির্জাপুর গ্রামে ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ তারিখে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২৪তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন সিভিলে স্নাতক এবং পরবর্তীতে মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি হতে এমবিএ সম্পন্ন করেন। বিসিকে যোগদানের পূর্বে তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহীর উপপরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে মোঃ মামুনুর রশিদ এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক।

বিসিক ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক
জনাব মোঃ আবদুল মতিন

জনাব মোঃ আবদুল মতিন গত ২৫ মার্চ ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর আঞ্চলিক পরিচালক, ঢাকা হিসেবে যোগদান করেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন উপসচিব। জনাব আবদুল মতিন কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলায় ১৯৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২৪ তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি হিসাববিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বিসিকে যোগদানের পূর্বে তিনি রাজউকের পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

বিসিক খুলনা অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক
জনাব কাজী মাহবুবুর রশিদ

জনাব কাজী মাহবুবুর রশিদ গত ০৭ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর আঞ্চলিক পরিচালক, খুলনা হিসেবে যোগদান করেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন উপসচিব। জনাব মাহবুবুর রশিদ ১৯৭৬ সালে নীলফামারী জেলার সদর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২৪ তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে দর্শন বিষয়ে বিএ, সম্মান ও এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। বিসিকে যোগদানের পূর্বে তিনি পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া, বরগুনা জেলার বামনা এবং বাগেরহাট জেলার কচুয়ার ইউএনও এবং নড়াইল জেলার এডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মাহবুবুর রশিদ দুই ছেলে ও এক মেয়ের জনক।

এক নজরে বিসিকের ৭৯টি শিল্পনগরীর পরিসংখ্যান

ক্র. নং	বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ
১	শিল্পনগরী	৭৯ টি
২	জমির পরিমাণ	২০৪৩.০৮ একর
৩	শিল্প প্লট	১০৯২২ টি
৪	বরাদ্দকৃত প্লট	১০৩৭৯ টি
৫	অবরাদ্দকৃত খালি প্লট	৫৪৩ টি
৬	বরাদ্দযোগ্য খালি প্লট	৩৬৭ টি
৭	প্লটের বিপরীতে শিল্প ইউনিট	৫৮৮৫ টি
৮	উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট	৪৫৭০ টি
৯	রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিট	৭০৩ টি
১০	মোট বিনিয়োগ	৬৩৩১৮৩৯ লক্ষ টাকা
১১	উৎপাদিত পণ্যের মূল্য	৯২ লক্ষ টাকা
১২	রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট	৮৭০ টি
১৩	রপ্তানিমুখী পণ্যের মূল্য	৫২৭৬৮৮৯ লক্ষ টাকা
১৪	অবৈধভাবে ভাড়া শিল্প ইউনিট	২৫৯ টি
১৫	গুদাম/বাসা/অন্যান্য	৬৪ টি
১৬	আইআরসি প্রাপ্ত শিল্প ইউনিট	১৬৬ টি
১৭	দায়েরকৃত মামলা	১৩৯ টি
১৮	শিল্পনগরীতে সিআইপি	৩২ জন
১৯	কর্মসংস্থান	৬৭৭৩৯৭ জন

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বিসিক

প্রধান সম্পাদক
ড. গোলাম মোঃ ফারুক
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ, বিসিক

সম্পাদনা পরিষদ
গুলশান আরা বেগম
উপমহাব্যবস্থাপক (গবেষণা)

ফাতেমা আক্তার
গবেষণা কর্মকর্তা

লাকী আক্তার
গবেষণা কর্মকর্তা

রমজান আলী
জরিপ ও তথ্য কর্মকর্তা

মোঃ আব্দুল বারিক
জনসংযোগ কর্মকর্তা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)
১৩৭-১৩৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০। ফ্যাক্স নং- ৮৮-০২-৯৫৫০৭০৪, ৮৮-০২-৯৫৫৩৪৮২
ই-মেইল : info@bscic.gov.bd ওয়েবসাইট : www.bscic.gov.bd